(কবিতা)

উপহার

- ওয়াসিম সাঈদ (দীপু)

আমি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধা;
ভাবছেন, কী করে জীবিত মানুষের মত কথা বলছি!
অবাক হবেন না,
গায়ে চিমটি কেটে দেখুন-
আপনারা কোনো স্বপ্ন দেখছেন না,
না, এ কোনো হ্যালুসিনেশনও নয়।
আমি শহীদ হয়েছি বটে
তবে এখনও জীবিত, চিরজাগ্রত।
পৃথিবীর ইতিহাস নিংড়ে দেখুন-
মাতৃমুক্তির জন্যে যাঁরা জীবন দেয়
তাঁরাতো খেয়ালী দেবতা মাত্র নয়;
অমৃতের সন্ধানে সমুদ্র মন্থন - তুচ্ছ, নিঃপ্রয়োজন;
দেহাবসানান্তে তাঁরা রুপান্তরিত হয় নক্ষত্রে।

প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত দৃশ্যমান তারকামন্ডলেও
হয়তোবা খুঁজে পাবেন- দু'একজন শহীদকে;
হয়তোবা আমাকেও।

এখন শুনুন তবে, কী করে নক্ষত্র হলেম-

৭১-এর ঢাকা শহর
যেন উত্তপ্ত লৌহ কড়াই,
যুদ্ধ শুরু হবার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল-
প্রতিরোধ, প্রতিবাদ, ব্যারিকেড,
মিছিল-মিটিং, জয়বাংলা,.....
তবে এসবের কিছুতেই
আমার কোনো অংশীদারিত্ব ছিল না।
আমি কোনো মিছিলে শ্লোগান দিইনি,
কখনো কোনো সভা দেখতে যাইনি।
মেসের অন্যান্য ছেলেরা একদিন
হাতে রড-লাঠি, কপালে গামছা

আর বুকে অসীম সাহস নিয়ে
ছুটে গেল রেসকোর্সের ময়দানে,
স্বাধীনতার ঘোষনা শুনবে বলে।
ময়দান প্রকম্পিত করে
যখন ধ্বনিত হলো সেই ঐশী বাণী-
"এবারের সংগ্রাম
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম
স্বাধীনতার সংগ্রাম,"
তখন খালি মেস ঘরে
আমি আর নীলিমা, নীলিমা আর আমি
দুজনে দুজন হতে শুষে নিচ্ছি
উথাল-পাতাল ভালবাসা।
ঢাকা শহরের চারদিক যখন
রণাঙ্গনের রঙে রাঙানো,
'জয় বাংলা' ধ্বনিতে
কোথাও বেজে উঠছিল দামামা,
কোথাও দুন্দুভি,
আমার বন্ধুরা যখন
হাতের মুঠোয় প্রান নিয়ে
মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে অবিচল;
তখনও আমার সমস্ত ভূবণ জুড়ে শুধু নীলিমা,
আমার আকাঙ্ক্ষার উৎসে এবং গন্তব্যে,
আমার সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে শুধু নীলিমা,
আমার ভালবাসা, আমার একেশ্বরী-
শুধুই নীলিমা।
এ সবই ছিল ২৫ মার্চের পূর্বের ঘটনা,
এর পরের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন।
আমার প্রেমের চাইতে
অনেক অধিক যে ভালবাসা,
সেই জন্মভূমির প্রতি ভালবাসার টানে-
এক রাতে,
নীলিমার হাতে ছোট্ট একটি চিঠি গুজে দিয়ে
বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম
এক পরম উদ্দেশ্য সাধনে।
চিঠিতে নীলিমাকে লিখেছিলাম-
"নীলিমা,
হীরামন পাখি আমার,
অপেক্ষায় থেকো;
যেদিন ফিরে আসবো,

তোমার হাতে তুলে দেবো
জ্বলজ্বলে সোনালী একটি সূর্য্য,
যার নাম স্বাধীনতা।"

সে রাতে ঢাকা শহরের অবহাওয়া ছিল শুষ্ক,
আকাশ ছিল মেঘহীন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,
শশাঙ্কের বাঁকা ঠোঁটের হাসি স্পষ্ট,
কোথাও বিন্দুমাত্র বৃষ্টিপাত হয়নি;
শুধু নীলিমার অপার্থিব দুটি চোখে-
রাশি রাশি জল।
সেই বাধনের ধারাকে অবজ্ঞা করে
আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে।
পায়ে হেঁটে, নদী সাঁতরে, ধানক্ষেত পেরিয়ে, টিলা ডিঙ্গিয়ে
পৌঁছে গিয়েছিলাম ওপারে- মেলাঘরে।
মেলাঘর- খালেদ মোশারফ,
মেলাঘর- গেরিলা ট্রেনিং।
দিনভর-রাতভর গেরিলা ট্রেনিং,
একবেলা লঙ্কা মেখে মোটা চালের দুটো ভাত।
অন্যবেলা হয়তো উপোস;
রাতে মশার কামড়
আর রেডিওর নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শোনা;
কখনও সন্ধ্যের ফাঁকে কিছুটা সময় পেলে
আযম খান-কে সবাই মিলে চেপে ধরতাম গান গাইবার জন্যে।
ছিপছিপে শরীর হলে কি হবে!
ভারী গাম্ভীর্য তার কণ্ঠে।
মেলাঘরের খোলা আকাশের নীচে
আযম গেয়ে উঠতো-
"হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ করে বাংলাদেশ
কেঁপে কেঁপে উঠে পদ্মার উচ্ছাসে।"

ট্রেনিং শেষে ঢাকায় ফিরে
আমি দুটো অপারেশনে অংশ নিয়েছিলাম।
পরিকল্পনার স্বল্পতায় প্রথমটি ব্যর্থ হয়,
তবে পরের অপারেশনে
আমি নিজ হাতে
পাকবাহিনীর তিনটি নেকড়েকে
গুলি করে হত্যা করেছি।
প্রতিটি হত্যার পর পেয়েছি অপূর্ব এক স্বাদ,

নীলিমার ওষ্ঠাধর চুম্বনের চাইতেও অধিক সে স্বাদ।

অগাষ্টের শেষ সপ্তাহে
আরো কয়েকজন গেরিলার সঙ্গে
আমিও ধরা পড়ি।
প্রথমে রমনা থানা,
তারপর ক্যান্টনমেন্ট,
মোট তিনদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়;
এই তিনদিনে আমার দু'হাতের দশটি নখ
প্লাস দিয়ে উপড়ে ফেলে নেকড়ের দল,
মেজর সরফরাজ তার জ্বলন্ত চুরুট
চেপে ধরে আমার পুরুষাঙ্গে,
রাইফেলের বাটের আঘাতে
ভেঙ্গে যায় আমার ডান পাঁজরের কয়েকটি হাড়;

এতকিছুর পরও আমি
আমার লুকিয়ে থাকা সহযোদ্ধাদের নাম বলিনি, ঠিকানা বলিনি,
কোন বাড়ীর রান্নাঘরে
মশল্লার কৌটায় গ্রেনেড লুকানো আছে, তাও বলিনি।

ইন্টারোগেশনে আমার সাথে ছিল-
রুমী, আযাদ, আরো অনেকে;
পাক অফিসারেরা অবাক হয়ে দেখেছে
আমাদের চোখের গহ্বরে কোনো ভীতি নেই,
সেখানে শুধু লাল-সবুজের জয়ধ্বণি।

হাত চোখ বেধে আমাকে যখন হত্যা করা হয়,
তার পূর্ব মুহুর্তে তারা আমাকে বলেছিল-
"শাহলে গান্ডু কা বাচ্চে, আখেরী ওয়াক্তমে আল্লাহ কা নাম লেলে,
অউর বোল হামারে সাথ সাথ- জিয়ো পাকিস্তান, জিয়ো পাকিস্তান।"

আমি নির্ভীক কণ্ঠে
বিধাতার গড়া পৃথিবীর
সমস্ত শক্তি আর পবিত্রতার সমন্বয়ে,
কোটি কোটি সিম্ফনির সম্মিলিত স্বরে,
ঈস্রাফীলের শিঙ্গার আর ব্রম্মার ওঁঙ্কার ধ্বণি একত্রিত করে
সাত আসমান কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম- "জয় বাংলা"।
ঠিক তখুনি বিকট একটি শব্দ,
বুকের বাম পাঁজর ভেদ করে
হৃদপিন্ড ছিন্নভিন্ন করে দেয় একটি বুলেট;

যে হৃদপিন্ডটি নীলিমার একান্ত সম্পদ।
এর পরপরই বিধাতা আমায় সম্মানিত করেছেন নক্ষত্রের রুপ দিয়ে।
এর পরপরই কোনো এক বিশেষ স্বর্গসভায়
স্বয়ং খোদার নেতৃত্বে আর সকল ফেরেস্তাদের উপস্থিতিতে
নুতন নামকরণ করা হয়েছে সপ্তর্ষি মন্ডলের প্রতিটি নক্ষত্রের।
যাকে আপনারা বশিষ্ঠ বলে জানেন, সেটি এখন আমারি নামে প্রদীপ্ত,
আমারি আশেপাশে হীরের টুকরোর মত জ্বলছে- রুমী, আযাদ, জুয়েল,...

ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ-
অন্যান্য অনেক মেয়েদের মত
হালকা প্রসাধন মেখে
নীলিমা দাঁড়িয়ে ছিল দুয়ারে,
প্রতীক্ষায় ছিল নীলিমা,
পথ চেয়ে ছিল নীলিমা;
আমি ফিরে আসবো বলে,
সোনালী সূর্য্য উপহার দেবো বলে।
বাহক আসেনি,
তবু উপহারটুকু পেয়েছিল নীলিমা।
উপহার- সোনালী সূর্য্য,
যার নাম স্বাধীনত।